তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২-৬ কলাম ... ৬ ...
মহিলা, অঙ্গন

দৈনিক
ইত্তেফাক

জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত

মহিলা অঙ্গন প্রতিবেদক

স্টেপস্ টুওয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট দেশের ৬টি জেলার ৩০টি মাধ্যমিক স্কুলে 'বেস্ট স্কুল ফর গার্লস এন্ড বয়েজ: রিডিউস আর্লি ম্যারেজ এন্ড ড্রপ আউট' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া ও বাল্যবিবাহ রোধে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। গত শনিবার সিরডাপ মিলনায়তনে উক্ত অনুষ্ঠানে বলা হয়, জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। এটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি নানা ধরনের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো যথেষ্ট জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে, অনেকে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। তাদের জীবন বিকাশের পথ রুদ্ধ হচ্ছে। যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে ও মেয়ের জন্য সম-সুযোগ তৈরি করা এবং একই সাথে ছাত্র-শিক্ষক সবার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন। জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি করে ঝরেপড়া ও বাল্যবিবাহ রোধ করার কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটিকে সফল করে তোলার জন্য একক ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়: প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও নারীনেত্রী অধ্যাপক হান্নানা বেগম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাউশি অধিদপ্তরের টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট সহকারী প্রকল্প পরিচালক ড. রেহেনা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষক রাশেদা রওনক খান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক আসিফ ইকবাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক বিভুরঞ্জন সরকার। সভায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতিবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।